মালঞ্চ-১৮

পাঠক! গত আসরে আমরা বলেছিলাম যে আজকের আসরে ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিতে পরহেজগার লোকদের স্বরূপ নিয়ে কথা বলবো। সে অনুযায়ী চলুন আলোচনা শুরু করা যাক। নাহজুল বালাগায় আলী (আ) বহুবার মুমিনের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ এঁকেছেন। একইভাবে মোত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন।বরণীত আছেঃ হাম্মাম নামে একজন পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি হযরত আলী (আ) এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, হে আমিরুল মোমেনিন! আপনি মোত্তাকিদের কথা এমনভাবে বর্ণনা করুন যাতে মনে হয় আমি তাদের দেখছি। হযরত খানিক কালক্ষেপণ করে বললেনঃ হে হাম্মাম! তুমি নিজে খোদাকে ভয় করো এবং ভালো কাজ করো। খোদা পরহেজগার এবং পুণ্যবানদের সাথে রয়েছেন। কিন্তু হাম্মাম এই উত্তরে তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত হলো না, সে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলো। তাদের বসবাস পদ্ধতি, তাদের ইবাদাত-বন্দেগির পদ্ধতি এবং তাদের জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলো। তখন ইমাম আলী (আ) মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং মুত্তাকিনদের স্বরূপ সম্পর্কে শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণনা করেন।

আলী (আ) এর বক্তব্যে মুমিন এবং মুত্তাকি ব্যক্তিরা জ্ঞানী এবং মর্যাদাবান। তাঁরা সত্য ব্যতিত অন্য কিছু বলেন না, তাঁদের মাঝে উগ্রতা নেই, তারা ভারসাম্যপূর্ণ এবং মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আল্লাহ যেসব বস্তু মানুষের জন্যে হারাম করেছেন সেসবের ওপর থেকে তারা দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখে। উত্তম ও ফযিলতপূর্ণ ভাষণের দিকে তাঁদের কান সবসময় পাতা থাকে। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি তারা এতোটাই অনুগত যে আনন্দ-বেদনা তাদের কাছে এক সমান। দেহ কাঠামোটা তাদের আত্মার জন্যে একটা ছোট খাঁচার মতো। মৃত্যু যদি তাদের জন্যে নির্ধারিত না হয়ে থাকতো তাহলে তারা ঐ খাঁচাটিকে এক মুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতো না। সওয়াবের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে তারা প্রাণ দিয়ে দেয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এ সম্পর্কে বলেছেনঃ ধর্মীয় ব্যক্তিরা নিজেদের অস্তিত্বকে এক ধরনের কারাগারে আবদ্ধ বলে ভাবে। তারা চায় দেহের খাঁচা থেকে উড়াল দিতে এবং সমস্ত অস্তিত্বকে একবারে একটি ইউনিট হিসেবে পেতে। অবশ্য আলী (আ) এর বক্তব্যে এই সত্যটি আরো বিস্তারিত এবং পরিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে মুমিন ব্যক্তি জানে যে সত্ত্বার একটি অংশের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে কেননা সমগ্র সত্ত্বা হলো বিশাল সমুদ্রের মতো অসীম। সেজন্যেই তারা হঠা কাঠামো ভেঙ্গে তাদের অন্তরকে মুক্তি দেয়। হাম্মাম সংক্রান্ত ইমাম আলীর ভাষণেও এ বিষয়টি এসেছে। যখন পরহেজগারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা সম্পর্কে ইমামের বক্তব্য শেষ হয় হাম্মাম তখন চিকার করে ওঠে এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

যে ব্যক্তি তার চিন্তাকে পার্থিব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না করে এই বিশ্বের কোনো উকণ্ঠা তার নেই এবং যাই সে করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করে, তার এই মানসিক প্রশান্তি অদৃশ্যের প্রতি তার ঈমান এবং পরকালের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থেকেই উদ্ভুত। আমরা বরং আলী (আ) এর বক্তব্যের প্রতিই মনোযোগ দিই। পরেহজগারগণ রাতের বেলা নামাযে দাঁড়ান, কোরআন পড়েন, মুখস্ত করেন, অন্তরের বেদনা দূর করার ঔষধ তাঁরা কোরআনে অন্বেষণ করেন। যখন বেহেশতের বর্ণনা সংবলিত আয়াত সামনে আসে তখন তাদের সামনে বেহেশতের চিত্র এমনভাবে ফুটে ওঠে যেন মনে হয় বেহেশতের নিয়ামতগুলো তারা তাদের সামনে দেখতে পাচ্ছে। আর যখন দোযখের আযাবের আয়াত সামনে আসে তখন মনে হয়

তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে, তাই দ্রুত তারা রুকু-সিজদায় গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি কামনা করে। কিন্তু দিনের বেলায় পরহেজগারদের দেখবে ভীষণ নম্র, ভদ্র ও সহনশীল। তারা তাদের জ্ঞান এবং তাকওয়ার মাধ্যমে পুণ্য কাজ করে। আল্লাহর ভয় তাদেরকে ধনুকের মতো বাঁকা করে ফেলেছে। যারা তাদের দিকে তাকায় ভাবে তারা অসুস্থ আসলে তাদের কোনো রোগ নেই। আলী (আ) পরহেজগারদের নৈতিক গুণাবলি সম্পর্কে আরো বলেনঃ পরহেজগারদের নিদর্শন হলো তাঁরা ভীষণ দ্বীনদার, নম্র-ভদ্র, দূরদর্শী চিন্তার অধিকারী, দৃঢ় ঈমানদার, জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে লোভী, সহনশীল জ্ঞানী, সম্পদের ব্যাপারে মিতব্যয়ী, ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিনয়ী, দারিদ্র্যে সজ্জিত, কষ্ট সহিষ্ণু, হালালের সন্ধানে থাকা, হেদায়েতের পথে প্রফুল্ল আর লোভ-লালসা পরিত্যাগী।

পাঠক! ইমাম আলী (আ) এর ভাষণটি বেশ দীর্ঘ হবার কারণে সংক্ষিপ্ত পরিসরের এ আসরে পুরোপুরি উপস্থাপন করা গেল না। আপনারা যারা ইমাম আলী (আ) এর ভাষণটি পুরোপুরি শুনতে বা পড়তে চান তাঁরা নাহজুল বালাগার ১৯৩ নম্বর ভাষণটি পড়তে পারেন। এ ভাষণটিকে খু্বায়ে হাম্মাম বা খু্বায়ে মুত্তাকিন বলা হয়। আল্লাহ আমাদেরকেও তাকওয়াবানদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করুন-এই প্রার্থনা করে মালঞ্চের আজকের আসর থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

মালঞ্চ-১৯

ইমাম আলী (আ) একজন উচ্চ মর্যাদাবান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানব সমাজের একজন বড়ো চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি তাঁর অসামান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক ও সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ন্যায় ও কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন, যদিও তিনি তা বাস্তবায়ন করার মতো যথেষ্ট সময় পান নি। তবে তাঁর সেই সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নজিরবিহীন একটি আদর্শ হিসেবে আজো বর্তমান রয়েছে। যাই হোক আমরা আজো নাহজুল বালাগা নিয়ে খানিকটা কথা বলার চেষ্টা করবো-আপনারা যথারীতি আমাদের সাথেই আছেন-এ প্রত্যাশা রইলো।

ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিতে একটি আদর্শ সমাজের প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হলো আদর্শ সমাজের কাঠামো বিনির্মিত হতে হবে একত্ববাদ এবং আল্লাহর বন্দেগির ওপর ভিত্তি করে। সমাজের শাসকশ্রেণী নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বা উপদেশ হলো তারা যেন নিজেদের এবং নিজেদের খোদার জন্যে সর্বোত্তম সময়টুকু নির্বাচন করেন এবং তারপর জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে সমাজে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর অধীনস্থ গভর্নরদেরকে প্রায়ই সতর্ক করে চিঠি দিতেন। সেসব চিঠি নাহজুল বালাগা নামক সংকলনে বিধৃত রয়েছে।

হযরত আলী (আ) যে সফল সমাজে শাসন করেছিলেন, সেখানে জনগণ এবং চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীগণ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়েছিলেন। কোনোক্রমেই নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে তারা উদাসীন ছিলেন না। তারা আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ছিলেন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও সহযোগী। আলী (আ) তাঁর এক প্রতিনিধিকে বলেছিলেন মানুষকে এতো বেশি ভালোবাসবে, একজন বাবা বা মা তার সন্তানদেরকে যতোটা ভালোবাসে। তিনি তাঁর এক সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেনঃ তুমি তো তাদেরই একজন দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্যকারীদের মধ্য থেকে যাদের কাছ থেকে আমি সহযোগিতা নেই এবং যেসব গুনাহগারদের ঔদ্ধত্য ও অহংকারকে গুঁড়িয়ে দেই। অতএব সকল সমস্যায় আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করো। খিটমিটে স্বভাবকে নম্র করো। যেখানে আপোষ করা ভালো মনে করো, সেখানে তাই করো। আর যেখানে সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না সেখানে আঙ্গুল বাঁকা করো। নাগরিকদের সামনে তোমার পাখা-পালক মেলে ধরো। চোখের দৃষ্টি এবং ইশারাতেও মানুষের সাথে বিনয়ী হও। সালাম করার ক্ষেত্রে কিংবা ইশারা করার ক্ষেত্রে সবার সাথে সমান আচরণ করো যাতে বলদর্পীরা তোমাকে বিরক্ত করার সুযোগ না পায়; আর অক্ষম অসহায়গণ তোমার ন্যায়নীতির ব্যাপারে নিরাশ না হয়।

নাহজুল বালাগায় বর্ণিত সমাজ এবং হুকুমাতের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো সমাজের জনগণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা এবং মতবিনিময় করা। ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিতে সমাজ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বোত্তম ও সঠিক উপায়গুলো খুঁজে পাবার জন্যে ভুলভ্রান্তিগুলো এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। একটি সমাজের বিকাশের ব্যাপারে আলী (আ) বলেছেনঃ পরামর্শের চেয়ে উত্তম আর কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। যারা জনমত এবং বিচিত্ররকম দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানায়, তারা ভুল থেকে শুদ্ধটাকে ভালোভাবেই আলাদা করে নিতে পারে।

একটা সমাজকে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছাতে হলে সেই সমাজের ভ্রান্ত মূল্যবোধ ও আচার-প্রথায় পরিবর্তন আনতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি আর সচেতনতা সে সমাজের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হতে হবে। যে সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর, সেই সমাজ অন্যদের ক্রীড়নক বা হাতিয়ারে পরিনত হয়। আর যতোই জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির উন্নতি হবে সে সমাজের লোকজনকে সুবিধাবাদীরা তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহার করতে পারবে। আলী (আ) তাই সমাজ থেকে সকল অসৎ ও অপসংস্কৃতির বিলোপ ঘটানোর ব্যাপারে চূড়ান্ত পক্ষপাতী। জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেনঃ আত্মনিমগ্নতার আগে এবং জ্ঞানের উৎস ও জ্ঞানী লোকদেরকে হারানোর আগেই তাড়াতাড়ি জ্ঞান অর্জনের পথে এগিয়ে যাও। বিশ্বের বহু দেশের পশ্চাদপদতার অন্যতম একটি কারণ হলো তোষামোদবৃত্তি। তোষামোদবৃত্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং নেতাদের দুর্নীতির কারণ। তোষামোদের কারণে ভালো-মন্দ বিচার করার দিকটি বিবেচনায় আনা হয় না। অযোগ্য

ব্যক্তিও তোষামোদের কারণে যোগ্যতার মানদণ্ডে বিচার্য হয়ে ওঠে। হযরত আলী (আ) তাঁর একজন প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ কখনোই আত্মপূজারী হবে না, নিজের ভালোত্বের ব্যাপারে আত্মতুষ্টি লাভ করো না, কখনোই প্রশংসা ভালোবেসো না। কেননা এইসবই তোমাকে পতনের অতলে নিয়ে যাবার জন্যে এবং তোমার সকল নেক আমলকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে শয়তানের সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার।

আলী (আ) সিফফিনের জুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার সময় একটা লোক তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করছিলো। আলী (আ) তখন বললেন, তোমরা হয়তো ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছো যে আমি হয়তো প্রশংসা পছন্দ করি কিংবা প্রশংসা আশা করি। আল্লাহর অসীম কৃপায় আমি প্রশংসা বা চাটুকারিতা পছন্দ করি না। আমি বরং সেটাই বেশি ভালোবাসি যা ভালোবাসেন আল্লাহ তায়ালা।

পাঠক! মালঞ্চের আজকের আসরের সময় ফুরিয়ে এসেছে।আগামী আসরে আমরা সুস্থ একটি সমাজ বিনির্মাণে ইমাম আলী (আ) এর আরো কিছু দিক-নির্দেশনা নিয়ে কথা বলবো। তখনো আপনাদের সঙ্গ পাবো-এ প্রত্যাশা রইলো।

মালঞ্চ-২০

পাঠক! ইমাম আলী (আ) এর চিন্তাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান মালঞ্চের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। গত আসরে আমরা নাহজুল বালাগায় বর্ণিত একটি আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম আলী (আ) এর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। আজকের আসরে আমরা আদর্শ একটি সমাজে উন্নীত হবার নেপথ্য উপাদানগুলো সম্পর্কে আলী (আ) এর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবোঃ

ইমাম আলী (আ) এর মতে কোনো একটি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বিশেষ করে আদর্শ সমাজ পরিচালনায় দায়িত্বশীল যারা তাদের যোগ্যতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাঁর মতে সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এ বিষয়টির বাস্তবায়ন সমানভাবে প্রযোজ্য। নাহজুল বালাগায় বর্ণিত ইমাম আলী (আ) এর বক্তব্য অনুযায়ী সমাজ পরিচালনা একটা জটিল এবং কঠিন গুরুদায়িত্ব। হুকুমাতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন যোগ্য, সক্ষম, সৃজনশীল এবং উপযুক্ত দায়িত্বশীল। সেই যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কাউকে যদি দায়িত্বে বসানো হয় তাহলে সেই সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি বা পূর্ণতা অর্জিত হবে না। আলী (আ) এ সম্পর্কে নাহজুল বালাগায় বলেছেনঃ শাসকদের যোগ্যতা ছাড়া জনগণের কাজে সাফল্য আসে না। অন্যত্র তিনি

বলেছেন-হে জনগণ!শাসন করার উপযুক্ত সে-ই, যে সে ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত যোগ্যতরো এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত বেশি জ্ঞানী।

আদর্শ একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম আলী (আ) আরো বলেছেন, সেই সমাজই আদর্শ সমাজ যে সমাজে জনগণ ও তাদের শাসকদের যোগ্যতার পরিমাপ যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তিনি আরো বলেছেন কোনো সমাজে যদি অসাধারণ কোনো কাজ করা হয় তাহলে সেই কাজের মূল কর্তাকে উৎসাহিত করা হয়। বসরার গভর্নরকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেনঃ এমন যেন না হয় যে সেখানে সৎ কর্মশীল আর অসৎ কর্মশীলদেরকে এক দৃষ্টিতে দেখা হয়, সৎকর্মশীলদেরকে সৎ কাজ করার ব্যাপারে কম উৎসাহিত করা আর অসৎ কর্মশীলদেরকে মন্দ কাজের ব্যাপারে প্ররোচিত করা-এমন যেন না হয়।

একটি সমাজের আভিজাত্যর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ যেসব চালিকাশক্তি থাকে তার একটি হলো সেই সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার উপস্থিতি। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন স্বাধীন করে। তাই একটি হুকুমাতের ভিত্তিও এই নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। নাহজুল বালাগায় স্বাধীনতার যে বর্ণনা এসেছে তা প্রমাণ করে যে এটা এমন কোনো অধিকার নয় যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা তাদের অধীনস্থ জনগণকে তা হস্তান্তর করবে। এ কারণেই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদেরকে স্বাধীন একটি সমাজ বিনির্মাণের আগে জনগণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, তোমরা স্বাধীন। কেননা আল্লাহ পাক তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

ইমাম আলী (আ) তাঁর নিজস্ব পথের যথার্থতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু জনগণের ব্যক্তিসত্বাকে তিনি সম্মান করতেন। তাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন তিনি। তাঁর মতে স্বাধীনতার এই মূলনীতিটি বিরোধীদের এমনকি শত্রুদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে মেনে চলা উচিত। এক চিঠিতে ইমাম আলী (আ) লিখেছেন আমি রাসূলে খোদার কাছ থেকে বহুবার শুনেছিঃ ততোক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ একটি সমাজ বিনির্মাণ করা যাবে না যতোক্ষণ সেখানে একজন দুর্বল মানুষ সবলের কাছ থেকে নির্ভয়ে ও অবাধে তার অধিকার আদায় করে নিতে সক্ষম না হবে।

নাহজুল বালাগায় স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বলতে বোঝানো হয়েছে একটি সমাজের সুখ-শান্তি ও সৌবাগ্যকে। কেননা ইমাম আলী (আ) এর সমাজেই স্বাধীনতার সেই মূল অর্থ বাস্তবে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেখানে এমনকি খ্রিষ্টানরা এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনও পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও প্রশান্তির মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করেছে। অবশ্য স্বাধীনতা হচ্ছে এমন এক মূল্যবোধ যার ব্যবহারিক বাস্তবতা সরকারের কর্মকর্তাদের গভীর বিশ্বাসের ছত্রছায়া ছাড়া এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া অর্জিত হওয়া দুরূহ ব্যাপার।

আদর্শ সমাজের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো জনগণকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং আইন সবার জন্যে সমানভাবে কার্যকর করা। এটা ইসলামের মহান এক অবদান। ইসলাম সমাজে প্রত্যেক মানুষকে ভাই ভাই বলে মনে করে। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব আর হীনতা নির্ভর করে তাদের মানবিকতা বোধ এবং তাদের তাকওয়ার ওপর। আলী (আ) এর কাঙ্খিত সমাজেও মানুষের এই সমান অধিকারের বিষয়টি ছিল এবং ইসলামের এই মৌলিক বিধানটি সকল অস্তিত্ব দিয়েই অনুভব করা যেত।

মালঞ্চ-২১

পাঠক! নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণধর্মী সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বিচিত্র ফুলের এ উদ্যানে আজো আমরা ঘুরে বেড়াবো যাতে সেখান থেকে আরো কিছু সুগন্ধি ফুল কুড়ানো যায়। আপনারা মালঞ্চের সাথেই আছেন-যথারীতি এ প্রত্যাশা করছি।

নাহজুল বালাগার গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনীতি। নাহজুল বালাগার বিভিন্ন বক্তব্যে এবং হজরত আলী (আ) 'র লেখা বিভিন্ন পত্রে অর্থনীতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। অর্থনীতি মানে হলো উচ্চাভিলাষ এবং হীনমন্যতার মধ্যবর্তী সীমা। অর্থনীতির এই অর্থটি সম্পর্কে আলী (আ) বলেছেনঃ যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সে পরমুখাপেক্ষী হয় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন তিনি মানুষের জন্যেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুকেই তিনি হিসাব-নিকাশ করে বা পরিমিত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে সঠিকভাবে অর্জন করা। এ অনুযায়ী আল্লাহর নিয়ামতগুলো মানুষের প্রচেষ্টা ও কাজের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির জন্যেই মাটির মাঝে রুযির ব্যবস্থা রেখেছেন।

হযরত আলী (আ) সকল ভূখণ্ডকে আবাদ করা এবং আল্লাহর সকল বান্দাকে সৌভাগ্যশালী করা মানুষের দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ খোদাকে স্মরণ রেখো! তাকওয়া অর্জন করো! আল্লাহর ভূখণ্ড এবং সেখানকার চতুষ্পদীদের ব্যাপারে তোমরা দায়িত্বশীল। তাদের অধিকারের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে মনে রেখো!

মানুষের জীবনে কল্যাণ, শান্তি ও স্বস্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকার কারণে ইসলাম সবসময় কর্মতৎপরতার ব্যাপারে সক্রিয় থাকার ওপর জোর দিয়েছে, ইসলাম কখনোই অলসতাকে পছন্দ করে না। এ কারণেই নাহজুল বালাগায় আলী (আ) কর্মতৎপর হবার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ব্যবসা করো এবং উৎপাদনশীল

কাজে ত৷পর হও-যাতে যা কিছু অন্যদের রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে তুমি তাদের মুখাপেক্ষি না হও!

আলী (আ) এ সম্পর্কে পিঁপড়ার উদাহরণ দিয়েছেন। পিঁপড়া কীভাবে তাদের আয়-রোজগারের জন্যে শ্রম দেয় এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয় গড়ে তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োজিত হয় সে সম্পর্কে উদাহরণত তিনি বলেছেনঃ ক্ষুদ্র পিঁপড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো-কতো ছোট্ট তার শরীর কিন্তু কতো সম্পূর্ণ। মানুষের পক্ষে ক্ষুদ্র এই প্রানীটির গঠন তা৷পর্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য করো-পৃথিবীর পথে সে কীভাবে চলে এবং জীবনধারনের জন্যে কীভাবে সে নিরন্তর শ্রম দিয়ে যায়, শস্যদানা বহন করে নিয়ে যায় তার গর্তে এবং নির্দিষ্ট ও নিরাপদ স্থানে তা কীভাবে সংরক্ষণ করে। শীতকালের জন্যে গ্রীষ্মকালে সে তা সংরক্ষণ করে। গর্তের ভেতরে যাওয়া এবং সেখান থেকে বের হবার বিষয়টিও লক্ষ্য করতে ভুলো না।

অর্থনীতিবিদরা মানুষের জন্যে সম্পদকেই কেবল লাভজনক বলে মনে করেন। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদটা দুই রকমের-একটা হলো বস্তুগত সম্পদ অপরটি আধ্যাত্মিক সম্পদ। আলী (আ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে সবচেয়ে মূল্যবান এবং লাভজনক বলে মনে করেন। কেননা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অনেক বেশি পুজিঁ করতে পারে। আর যদি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নিয়ামতের অধিকারী না হয় তাহলে তার সম্পদের পুজিঁ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোনো সম্পদই জ্ঞানের চেয়ে বেশি লাভজনক নয়। আলী (আ) অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেছেনঃ যার জীবনে প্রাচুর্য আছে তার সাথে অংশী হও! কেননা বেশি সম্পদ লাভ এবং সুপ্রসন্ন ভাগ্যের জন্যে সে-ই বেশি উপযুক্ত।

অপরদিকে আলী (আ) অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে স্বয়ং খেত-খামারে, বাগ-বাগিচায় কাজ করেছেন। সম্পদ জমিয়ে রাখাকে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা সম্পদ জমিয়ে রাখলে তা আটকে যায় অথচ সেই সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা উচিত। তাঁর দৃষ্টিতে এই ধরনের কাজ জীবন ধ্বংস করার শামিল। তাঁর ভাষায়ঃ যারা সম্পদ স্তুপিকৃত করে রাখে তারা তো মৃত যদিও বাহ্যত তাদের জীবন রয়েছে। আলী (আ) স্বয়ং একজন বড়ো দানশীল। তিনি ধন-সম্পদ দান করার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং পবিত্রতা অর্জন করে, নিজের ভেতরকার মন্দ দোষগুলোকে ধুয়ে মুছে সাফ করে, কল্যাণকামী হয় এবং অতিরিক্ত সম্পদ দান করে দেয়-কতোই না সুন্দর তার অবস্থা।

আলী (আ) বলেছেন রুটি-রুযি দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই রুটি-রুযির জণ্যে উচিত হলো বৈধ উপায়ে এবং যথার্থ পথে তা অর্জন করা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে লিপ্সা কিংবা

কৃপণতা অন্যদের অধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা বাড়ায়। লোলুপতা, একগুয়েঁমি এবং হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে গুনাহের পথে নিয়ে যায়। লোভী ব্যক্তি তার সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে ন্যায় ও সত্য পথ থেকে দূরে সরে যায়। এভাবে অস মানুষের গুণাবলিগুলো তার ভেতরে এসে বাসা বাধেঁ। তিনি বলেছেন সম্পদ আর সন্তানাদি বৃদ্ধির মধ্যে কল্যাণ নেই, কল্যাণ রয়েছে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির মধ্যে। তিনি আরো বলেছেন-অন্নের টাকা দিয়ে কিংবা হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা দিয়ে বাসা কিনবে না। যদি কেনো তাহলে অবশ্য দুনিয়া এবং আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আলী (আ) বলেছেনঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো তাঁর বান্দাদের প্রদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। অল্পে তুষ্টির মানসিকতাও এক অশেষ সম্পদ যা অভাবীকে অতিরিক্ত চাহিদা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এই সুন্দর বৈশিষ্ট্যটি যার মধ্যে রয়েছে, সে মানুষের সুখশান্তি নিয়ে এবং বিশ্বের উন্নয়নের জন্যে সবচেয়ে বেশি চিন্তাভাবনা করে। এ জন্যেই আলী (আ) বলেছেনঃ পরিতৃপ্তি বা অল্পে তুষ্টি হলো এমন এক সম্পদ যার কোনো পরিসমাপ্তি নেই।

মালঞ্চ-২২

পাঠক! নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণধর্মী সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বহু মানুষ বন্ধুত্বের রীতি-নীতি সম্পর্কে জানতে চায়। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ এমনকি মনোবিজ্ঞানীগণও তাদেঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। সেইসব দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত বেশ মূল্যবান ও সমৃদ্ধ বৈ কি। আমরা জানি নাহজুল বালাগার স্থপতি গভীর মনোসমীক্ষক ইমাম আলী (আ) এর চিন্তাভাবনাগুলো কালোত্তীর্ণ মহিমায় উজ্জ্বল। তিনি এই বন্ধুত্ব সম্পর্কেও মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন নাহজুল বালাগায়। তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করবো মালঞ্চের আজকের আসরে।

আজকাল সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের গুরুত্ব এবং তার প্রভাব বেশ স্পষ্ট। যাদের উপযুক্ত বন্ধু রয়েছে তারা কক্ষণো সাথীহীন সহযোগীহীন থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তারা যথাযথ জীবনযাপনের জন্যে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ইমাম আলী (আ) প্রকৃত বন্ধুদের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেনঃ বন্ধুরা হলো দুনিয়া এবং আখেরাতের সঞ্চয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবান এই সম্পদ অর্জনের জন্যে উচিত হলো বন্ধুত্বের রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

বন্ধু পাবার রহস্য পলায়নপর অন্তরগুলোকে বশীভূত করার মধ্যে লুকিয়ে আছে। মানুষের অন্তর সাধারণত পলায়নপর, যখন কেউ সেইসব অন্তরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তারা বশীভূত হয়ে যায়। কিন্তু কোন্ সেই শক্তি বলে অন্তর বশ মানে? ইমাম আলী (আ) সে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেনঃ বন্ধুত্বের মূল হাতিয়ার হলো প্রফুল্লতা। তিনি মানুষকে

একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করে বলেছেন, "যে বৃক্ষের দেহটি ভীষণ শক্ত ও কঠিন, তার পাতা-পল্লব শাখা-প্রশাখা কম থাকে; আর যে বৃক্ষের দেহটি নরম কোমল তার পাতাপল্লব বেশি হয়। মানব বৃক্ষের ব্যাপারেও এ সত্যটি প্রযোজ্য। যে মানুষের অন্তরটা হবে নরম এবং প্রশান্ত তার বন্ধু-বান্ধব বেশি হবে। বদমেজাজি এবং রাগী মানুষ তার বন্ধুদের হারায়।

বন্ধুত্ব নষ্ট হবার কারণ এবং পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষা করার উপায়গুলোও তিনি বর্ণনা করেছেন। আলী (আ) আমাদের মাঝে প্রচলিত হালকা রঙ্গ-রসিকতা বা ঠাট্টা-মস্করার পরিণতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন-দুঃখজনকভাবে ঠাট্টা-মস্করা বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হবার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেছেনঃ মুমিন ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে বসে যাতে তার ভাই লজ্জা পায় অথবা রাগান্বিত হয় তাহলে তা বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিংসা-বিদ্বেষও এমন একটি রোগ যা কেবল আত্মাকেই পেরেশান করে না বরং শরীরকেও অসুস্থ করে তোলে এবং অন্যদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ইমামের ভাষায়-বন্ধুর হিংসা সেই বন্ধুত্বের ভিত্তিহীনতারই প্রমাণ।

আলী (আ) বলেছেন, বন্ধুত্ব হওয়া উচিত ঈমান ও প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তিতে। জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান এবং সচ্চরিত্রবানদের সাথে বন্ধুত্ব করার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন আর বিবেকহীনদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মূর্খ বা অজ্ঞদের সহচর হয়ো না, কেননা তারা তাদের মন্দ কাজকে সুন্দর বলে তুলে ধরবে এবং তুমিও সেরকম হও-তারা সেটাই আশা করবে।

সামাজিক জীবনযাপনের জন্যে উৎকৃষ্ট এবং পরিপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়ে ইমাম আলী (আ) তাঁর সন্তান ইমাম হাসান (আ) কে একটি চিঠি লিখেছেন। ঐ চিঠিতে তিনি বলেছেনঃ হে আমার সন্তান! তোমার এবং অন্যদের মাঝে তুলনা করতে শেখো! তারপর যা তোমার নিজের জন্যে পছন্দ করো অন্যদের জন্যেও তা পছন্দ করো! তোমার নিজের জন্যে যা পছন্দ করবে না তা অন্যদের জন্যেও করো না! পূর্ণতার এরকম পর্যায়ে পৌঁছা যদিও বেশ কঠিন ব্যাপার তবুও আমরা যদি সবাই পরস্পরে এ রকম ব্যবহার করি তাহলে একটি পূত পবিত্র সমাজ গড়ে উঠবে।

পাঠক! বন্ধুত্বের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম তা খুবই সামান্য। নাহজুল বালাগায় আরো বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আপনারা প্রয়োজনে মূল গ্রন্থটি পড়ে নিতে পারেন। যাই হোক, ইমাম আলী (আ) মানুষের অন্তরকে একটা প্রস্তুত ভূমির সাথে তুলনা করে বলেছেনঃ এই অন্তর-ভূমি প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্যেই উপযোগী। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞান-ঈমান ও আখলাকের বীজ সেখানে বপন করে মানুষের মাঝে সুপ্ত

মেধা ও প্রতিভাকে বিকশিত করা যায়। আলী (আ) তাই বলেছেন নিজেকে এবং নিজ পরিবারকে উত্তম জিনিস শেখাও, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখাও! তবে বিষয়টির প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাহলো-একজন প্রশিক্ষক যা কিছু প্রশিক্ষণ দেন সে সবের চর্চা যেন তিনি নিজে করেন। অর্থা৾ প্রশিক্ষকের কথায় এবং কাজে মিল থাকতে হবে। আর তা অর্জিত হবে কেবল আল্লাহকে সবসময় হাজির নাজির জানার মধ্য দিয়ে।

আলী (আ) আত্মপ্রশিক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জ্ঞানের ভিত্তি ও চিন্তাকে দৃঢ় করার ওপর জোর দিয়েছেন। সেইসাথে নিজেদের ভেতরে আধ্যাত্মিকতার আলো বৃদ্ধি করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আধ্যাত্মিকতার আলোয় সিক্ত জ্ঞান ও বিবেক যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তাহলে কামনা-বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তিনি বলেছেন-জ্ঞানের সাহায্যে সঠিক পথ অনুসন্ধান করো এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করো তাহলেই সফলকাম হবে।

যারা প্রশিক্ষিত তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে শেখে এবং নিজের ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আত্মসচেতন। তারা সমাজের পঙ্কিল পরিস্থিতিতে আটকে পড়ে না। স্বেচ্ছাচারী মনের বন্ধন থেকে তারা মুক্তি পায়। আর যারা প্রশিক্ষিত নয় তারা অন্য কারো সঠিক দিক-নির্দেশনাও গ্রহণ করতে রাজি নয়। তারা আত্ম-অহঙ্কারের দম্ভে বিভোর থাকে। আলী (আ) তাই বলেছেনঃ সবচেয়ে বড়ো মূর্খতা হলো আত্ম-অসচেতনতা।

অন্যত্র তিনি বলেছেন, সবচেয়ে বড়ো আধ্যাত্মিকতা হলো নিজেকে চেনা। তিনি তাঁর সন্তান ইমাম হাসান (আ) কে বলেছেন, এই বিশ্বটা হলো মানুষের জণ্যে প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়। মানুষের জানা উচিত তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অন্য পৃথিবীর জন্যে, তাই নিজের মর্যাদা সম্পর্কে জানা উচিত। তিনি বলেছেন-যে নিজের মূল্য নিজেই বুঝলো না, সে ধ্বংসোন্মুখ।

মালঞ্চ-২৩

পাঠক! নাহজুল বালাগা বিশ্লেষণধর্মী সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানের আজকের আসরে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। সুনসান ও প্রশান্ত এই সমৃদ্ধ বাগিচায় আজো আমরা একটু ঘুরে বেড়াবো। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই বেড়ে যাচ্ছে এই বাগানের শোভা, ততোই বোঝা যাচ্ছে তার অন্তর্নিহিত গূঢ়ার্থ, তাই বেড়ে যাচ্ছে তার অপরিহার্য সুষমা। রতনে রতন চেনে-এই প্রবাদটির মাহাত্ম্য নাহজুল বালাগার ক্ষেত্রে একান্তই প্রযোজ্য। কেননা বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীজনরাই নাহজুল বালাগার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং হচ্ছেন অন্যদের চেয়ে বেশি। আজকের আসরের মধ্য দিয়ে শেষ হবে নাহজুল বালাগা বিষয়ক আসর মালঞ্চ।

গত আসরে আমরা নাহজুল বালাগায় বর্ণিত মানব প্রশিক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে খানিকটা কথা বলার চেষ্টা করেছি। আসলে প্রশিক্ষণ মানে হলো মানুষের অন্তরাত্মা এবং দেহকে লালন-পালন করার জন্যে সর্বোত্তম শিক্ষা এবং সর্বোত্তম প্রক্রিয়া নির্বাচন করা। আমরা যদি নাহজুল বালাগার পৃষ্ঠাগুলো সচেতনভাবে উল্টাই তাহলে সেখানে লক্ষ্য করবো মানুষের আচার-ব্যবহার, মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, মানুষের উন্নত চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্ব গঠনের আদর্শ উপায়গুলো চমৎকারভাবে বিধৃত রয়েছে। মানবীয় পূর্ণতায় যারা পৌঁছুতে চায় তাদেরকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম আলী (আ) এর এইসব দিক-নির্দেশনা যথার্থই পথের দিশা দেবে। জ্ঞানীজনদেরকে এজন্যেই এ গ্রন্থটি এতো বেশি অনুপ্রাণিত করে। নাহজুল বালাগার বক্তব্যগুলো সবই আসলে প্রিয় নবীজীর প্রভাব আর কোরআন ও হাদীসের আলোকেই ব্যক্ত হয়েছে। তাই ইমাম আলী (আ) মানুষের জন্যে পরিপূর্ণতম আদর্শের নমুনা হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর জীবনাদর্শকেই নির্বাচন করেছেন।

তিনি বলেছেনঃ রাসূলে খোদা (সা) কে যদি তোমার অনুসৃত নেতা হিসেবে মনোনীত করে নাও তাহলেই যথেষ্ট। তাই তোমার পূত-পবিত্র পয়গাম্বরের আনুগত্য করো যার মধ্যে রয়েছে তোমাদের অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ-যে আদর্শের অনুসারীদের জীবন ধন্য। কেননা আল্লাহর কাছে প্রিয়তম বান্দা সে-ই যে তার পয়গাম্বরকে অনুসরণ করে। আলী (আ) বলেছেনঃ আমি মানুষকে এমন কোনো ভালো কাজের দাওয়াত দেই নি যা তাদের আগে আমি নিজে করি নি। যাঁরা প্রশিক্ষক তাদেঁর ব্যাপারে এ নীতিমালা অনুসরণ করা অর্থাৎ কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। কারণটা হলো মানুষের প্রবণতাটাই এমন যে তারা কথার চেয়ে কাজে বা ব্যবহারে বেশি প্রভাবিত হন। সেজন্যেই তিনি বলেছেনঃ যে নিজেকে জনতার নেতার আসনে বসালো তার উচিত অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়ার আগে নিজেকে শিক্ষিত করা এবং কথার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার আগে তা নিজের আচরণে ফুটিয়ে তুলতে হবে। মূলত অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে নিজে শিক্ষা গ্রহণ করাটাই অনেক বেশি উত্তম ও সম্মানজনক। আবার সন্তানদেরকে তাদের মন কঠিন এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবার আগেই প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ইমাম হাসান (আ) কে তিনি এভাবেই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ সন্তানদের জন্যে বাবার পক্ষ থেকে দেওয়া সর্বোত্তম উপহার হলো তাদেরকে উত্তম ব্যবহার ও আদব-কায়দা শেখানো।

আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী (আ) এর এ ধরনের বক্তব্য থেকে অনুমিত হয় যে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন বিশেষ করে তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে কতোটা দায়িত্ববান ছিলেন। আমরা এখন এমন একটা সময় বা জগতে বসবাস করছি যেখানে গোমরাহী ও ধ্বংসের পথগুলো অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি উন্মুক্ত। তাই আমাদের উচিত নিজেদের হেদায়েতের জন্যে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সঠিক দিক-নির্দেশনার জন্যে যতো বেশি সম্ভব আলী (আ) এর

মহামূল্যবান জীবনাদর্শ ও তাঁর নির্দেশিত পথের দিশা থেকে উপকৃত হওয়া, নাহজুল বালাগা অধ্যয়নের মাধ্যমে তা বেশি বেশি অর্জনের চেষ্টা করা।

নাহজুল বালাগা সংক্রান্ত তেহরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হলো নাহজুল বালাগা ফাউন্ডেশান। এই ফাউন্ডেশানের পরিচালক হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম দ্বীন পারভার। তিনি এই গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেছেনঃ চিঠিপত্র-বক্তৃতা-বিবৃতি আর বাণীর আকৃতিতে নাহজুল বালাগায় আলী (আ) এর যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দিক-নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে, তা খুবই গঠনমূলক এবং গভীর তাৎপর্যবহ। মানুষের স্বাভাবিক মেধা ও চিন্তা অনেকসময় চাপা পড়ে যায়। বিশেষ করে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যদি নাহজুল বালাগা পাঠ করেন তাহলে তাঁরা তাদেঁর হারানো বা বিস্মৃত সকল চিন্তা ও জ্ঞান ফিরে পাবেন অর্থাৎ সকল জ্ঞানের কথাই এতে রয়েছে। তাই যিনি জ্ঞানী, যাঁর পড়ালেখার পরিধি যতো বেশি তিনি এই গ্রন্থটি থেকে ততো বেশি উপকৃত হবেন। যেহেতু এতে রয়েছে মানবীয় মুক্তি ও ন্যায়-নীতির প্রতি আহ্বান সেহেতু পৃথিবীর সর্বত্রই তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নাহজুল বালাগা ফাউন্ডেশানের পরিচালক জনাব দ্বীন পারভার আরো বলেছেনঃ যে আমিরুল মোমেনিন আলী (আ) এর নাহজুল বালাগা শিক্ষায় মনোনিবিষ্ট হবে এবং যথাযথ সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে তা পাঠ করবে সে অবশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে আলী (আ) বৈজ্ঞানিক এবং মানবীয় চিন্তার ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। বিশ্ব ও মানুষের তথা জগত ও জীবনের গূঢ় রহস্যের সাথে তিনি যতোটা পরিচিত ততোটা অন্য কারো নেই। এই বিশ্ব সম্পর্কেও তাঁর যতোটা জ্ঞান রয়েছে তার সাথে অন্য কারো তুলনাই চলে না। তবে হ্যাঁ, যাঁরা আল্লাহর অলি বা ঐশী জ্ঞানে সমৃদ্ধ তাদের কথা আলাদা। মানুষ যখন বহু গবেষণার পর বুঝতে পারলো যে গ্রহগুলোতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, তার বহু আগে ইমাম আলী (আ) বলেছিলেন-এইসব গ্রহ-নক্ষত্র তোমাদের শহরগুলোর মতোই শহর। ইমামের এ বক্তব্য শুনে একজন অমুসলিম ও খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

জ্ঞানের ব্যাপারে ইমাম আলী (আ) এর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করবো মালঞ্চের এ ধারাবাহিক আলোচনা। তিনি বলেছেনঃ যে-কোনো পাত্রেই কোনো কিছু ঢাললে তা পূর্ণ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞানের পাত্র পূর্ণ হয় না বরং জ্ঞানের পাত্রে যতোই ঢালা হোক না কেন তার পরিধি আরো বেড়ে যায়। (**সমাপ্ত)**